# দেবর্ষি নারদের নবজীবন-লাভ।

—*—

স্বর্গীয় সাধু অঘোরনাথ প্রণীত।

---

ভাদ্রোৎসব।

---

তৃতীয় সংস্করণ।

CALCUTTA.

PRINTED AND PUBLISHED BY K. P NATH,

AT THE MANGALGANJ MISSION PRESS,

3, RAMANATH MAZUMDAR S STREET.

---

১৮৩৮ শক।

# দেবর্ষি নারদের নবজীবন লাভ

—*—

একদা অমিতদ্যুতি দিব্যলাবণ্য পরিশোভিত বীণাপাণি দেবর্ষি নারদ বীণায় তন্ত্রী সংযোগ পূর্ব্বক সুমধুর স্বরে হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে নিখিলকারণ পরমেশ্বরের প্রিয় সেবক অপ্রসন্নচিত্ত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সত্যবতীসুত ব্যাস দেবপূজিত নারদ ঋষিকে সহসা অভ্যাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও পূজা করিলেন অনন্তর দেবর্ষি ঈষৎ হাস্য করিয়া নিকটে সুখে উপবিষ্ট বিপ্রর্ষিকে কহিলেন, হে পরাশর তনয় মহাভাগ ব্যাস! আপনাকে অপ্রসন্ন দেখিতেছি কেন? আপনার তো শরীর মন প্রকৃতিস্থ; বিশেষতঃ আপনি যখন এই মহাবিস্তৃত বহুজ্ঞানগর্ভ মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছেন, তখন আপনার আর দুঃখের কারণ কি? হে মহর্ষে, সেই নিত্য সনাতন পরব্রহ্মকে জানিয়া ও ধ্যান করিয়াও কেন আপনার অন্তরে শোকানল প্রদীপ্ত হইল? কেন আপনি অকৃতার্থের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন? বোধ হইতেছে যেন আপনার কোন বিশেষ ত্রুটি হইয়াছে তখন ব্যাস বলিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্যই বটে, আমার অন্তরে কোন গূঢ়তম দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে

এই বলিয়া তিনি বাষ্পাকুলিত নয়নে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নারদ বলিলেন, আপনার দুঃখের বিশেষ কারণ আছে। আপনার মন যে নিয়ত অশান্তিতে পরিপূর্ণ তাহা দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, আপনি সর্ব্বার্থপ্রতিপাদক বিবিধজ্ঞানালঙ্কৃত মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে হরিগুণ কীর্ত্তন করেন নাই বলিয়া আপনার চিত্ত অশান্ত রহিয়াছে • যাঁহার গুণকীর্ত্তনে ধরা পবিত্র হয় ও ভক্তগণ নিয়ত যাঁহার নাম শ্রবণ ও গান করিয়া থাকেন এবং যাঁহার চরণারবিন্দ পূজা করিতে করিতে বিমুক্ত হয়েন, আপনি ঈদৃশ গ্রন্থে তাঁহার যশঃকীর্ত্তন করেন নাই।

ভবতানুদিতপ্রায়ং যশোভগবতোঽমলং।
যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলং

আপনি ভগবানের নির্ম্মল যশ কীর্ত্তন করেন নাই, সেই জন্য হরি আপনার প্রতি তাদৃশ সন্তুষ্ট হয়েন নাই। এই কথা বলিয়া তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহার সান্ত্বনোদ্দেশে আপনার জীবন বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন

পূর্ব্বে আমি কোন মুনির দাসীর পুত্র ছিলাম বর্ষাকালে চাতুর্ম্মাস্য পলক্ষে যোগিগণ তথায় বর্ষে বর্ষে একত্রিত হইতেন, আমি তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষায় তৎপর থাকিতাম আমাকে অল্পভাষী ক্রীড়াত্যাগী বিজ্ঞ অনুগত স্থির বালক দেখিয়া এবং আমার সেবা শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের আমার প্রতি কৃপা হইল। তাঁহাদের ভোজনাবশেষ উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া আমার চিত্ত পবিত্র হইল। এইরূপে চিত্ত পবিত্র হওয়াতে আমার ধর্ম্মের প্রতি রুচি জন্মিল। তদবধি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হরিগুণকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে সাধুসেবাতেই প্রথম ধর্ম্মে মতি জন্মে, কারণ তাঁহাদের

পবিত্র আত্মার প্রভাব সেবকের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়। এই কারণে আমার মনে ভক্তির অঙ্কুর জন্মিল। আর দিন দিন অনুরাগ জন্মিতে লাগিল। এইরূপে সেই প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রতি আমার মতি দৃঢ়তর হইতে লাগিল। মহাত্মা মুনিগণ যাঁহার নির্ম্মল যশঃ কীর্ত্তন করিতেন, অনুদিন সেই হরিগুণকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে আমার চিত্তে ভক্তির উদয় হইল। আমার এক জননী ব্যতীত এ জগতে আপনার বলিবার কেহ ছিল না। আমার জননী অনন্যগতি জানিয়া আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সেই বৃদ্ধা কৃপাপাত্রী জননীর স্নেহ অতিক্রম করিয়া আমার আর কোথাও যাইবার উপায় ছিল না। সুতরাং জননী আমার সংসারবন্ধন ও তপস্যার অন্তরায় রূপে প্রতিপন্ন হইতে ছিলেন। আশ্চর্য্য ভগবানের কৃপা! একদা রজনীতে জননী মুনিদিগের নিমিত্ত গাভী দোহন করিতে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে পাদস্পৃষ্ট সর্প কালপ্রেরিতের ন্যায় জননীকে দংশন করিল। আমি জননীর মৃত্যু হইলে সাক্ষাৎ ভগবানের কৃপা প্রসূত এই ঘটনা বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। পরে দীনবৎসল মহর্ষিগণ আমায় ধর্ম্মানুরক্ত শুদ্ধচিত্ত জিতেন্দ্রিয় ও দাসানুদাস বালক দেখিয়া কৃপা করিয়া সাক্ষাৎ ঈশ্বরপ্রেরিত গূঢ়তম ঐশ্বরিক জ্ঞানের উপদেশ দিলেন।

বিপর্ষি ব্যাস তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত ও কার্য্যকলাপ শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এইরূপে উপদেশ পাইয়া পরে কি করিলেন? তাঁহার বাক্যাবসানে যোগস্থ দেবর্ষি নারদ বলিলেন, গুরুগণ আমায় দেশান্তরিত হইতে বলিলেন। আমি সেই অমিততেজা গুরুগণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য

ক্ষরিয়া উত্তর দিকে প্রস্থান করিলাম সমৃদ্ধিশালী নানা দেশ সুরম্য-হর্ম্ম্য-পরিশোভিত বিবিধ নগর প্রকৃতির স্বাভাবিক লাবণ্য-সংযুক্ত কত বন উপবন অতিক্রম করিয়া অবশেষে এক ভয়ানক নিবিড় বনের নিকটবর্ত্তী হইলাম এ দিকে আমার শরীর অতিশয় ক্লান্ত, ইন্দ্রিয় অবশপ্রায়, ক্ষুৎপিপাসায় যৎপরোনাস্তি কাতর হইল আপনাকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ করিয়া নিকটবর্ত্তী এক সরোবরে স্নান করিলাম, গণ্ডূষমাত্র জল পান করিয়া ক্ষণকাল এক নদীতীরে উপবেশন করিলাম, তাহাতে অনেকটা শ্রান্তি দূর হইল পরে সেই নিভৃত অরণ্যের এক প্রান্তভাগে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে বসিলাম। আমি যেরূপ শুনিয়াছিলাম সেই রূপেই পরমাত্মাকে আত্মস্থ জানিয়া স্বীয় আত্মাতে চিন্তা করিতে লাগিলাম

ধ্যায়তশ্চরণাম্ভোজং ভাবনির্জ্জিতচেতসা

ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষস্য হৃদ্যাসীন্মে শনৈর্হরিঃ

তাঁহার চরণারবিন্দ ধ্যান করিতে করিতে আমার চিত্ত ভাবসাগরে ডুবিয়া গিয়া বিহ্বল হইল। আমি তাঁহাকে পাই বার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলাম, চক্ষু হইতে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল, পরে ক্রমে ক্রমে আমার চিত্তে হরি আসিয়া উপস্থিত হইলেন

প্রেমাতিভরনির্ভিন্নঃ পুলকাঙ্গোহতিনির্বৃতঃ

আনন্দসংপ্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে

হে মুনে! পরে প্রেমভরে আমি বিমুগ্ধ হইলাম শরীর পুলকিত হইল, আমার চিত্ত সমাহিত হইল আনন্দপ্লাবনে বিলীন হইয়া ধ্যেয় ধ্যাতা উভয়কেই হারাইলাম।

রূপং ভগবতো যত্তন্মনঃকান্তং শুচাপহম্ ।
অপশ্যন্ সহসোত্তস্থে বৈক্লব্যাদ্দুর্মনা ইব ॥

ভগবানের যে কমনীয়রূপ আমার শোকসন্তাপ দূর করিয়াছিল, সেই রূপ দেখিতে পাইয়া আমি বৈক্লব্য হেতু দুর্মনার ন্যায় সহসা উঠিয়া বসিলাম ।

দিদৃক্ষুস্তদহং ভূয়ঃ প্রণিধায় মনোহৃদি
বীক্ষ্যমাণোঽপি নাপশ্যমবিতৃপ্ত ইবাতুরঃ

সেই রূপ পুনরায় দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া আমি চিত্ত সমাধান করিলাম ; কিন্তু একবার দর্শন পাইয়াও আর দেখিতে পাইলাম না, সুতরাং অতিশয় অতৃপ্ত হইলাম

এবং যতন্তং বিজনে মামাহাগোচরো গিরাম্
গম্ভীরশ্লক্ষ্ণয়া বাচা শুচঃ প্রশময়ন্নিব

এই রূপে তাঁহার রূপ দেখিতে যত্ন করাতে সেই বাক্যাতীত পরমেশ্বর গম্ভীর কথায় যেন শোক প্রশান্ত করিয়াই নির্জ্জনে আমায় এই কথা বলিলেন ঃ—

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মামাদ্রষ্টুমিহার্হতি
অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্

হে বৎস । ইহ জন্মে ( এই বিষয়াসক্তি থাকিতে ) আর তুমি আমার দর্শন পাইতেছ না কারণ ইন্দ্রিয়াসক্ত কুযোগীরা আমায় দেখিতে পায় না ।

সকৃদ্যদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কামায় তেঽনঘ
মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্ব্বান্মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্

তবে একবার যে আমি তোমায় আমার রূপ দেখাইয়াছি, তাহা কেবল তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য সাধু ব্যক্তি আমার

প্রতি অনুরক্ত হইয়া অল্পে অল্পে হৃদয়স্থ সমুদায় কামনা পরিত্যাগ করেন

সৎসেবয়া দীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ।
হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি

আরও কিছুদিন সাধুসেবা করিয়া আমার প্রতি দৃঢ় ভক্তি স্থাপিত হইলে এই অপবিত্র দেহ পরিত্যাগ করিয়া আমার লোক প্রাপ্ত হইবে

মতির্ময়ি নিবদ্ধেয়ং ন বিপদ্যেত কর্হিচিৎ
প্রজাসর্গনিরোধেঽপি স্মৃতিশ্চ মদনুগ্রহাৎ ॥

আমাতে এই ধর্ম্মবুদ্ধি নিবদ্ধ হইলে সমস্ত মনুষ্যের বিনাশ হইলেও তাহা কখন বিপর্য্যস্ত হয় না আমার অনুগ্রহে তাহার স্মরণ নিশ্চয়ই থাকে

এতাবদুক্ত্বোপররাম তন্মহ-
দ্ভূতং নভোলিঙ্গমলিঙ্গমীশ্বরম্
অহঞ্চ তস্মৈ মহতাং মহীয়সে
শীর্ষ্ণাবনামং বিদধেঽনুকম্পিতঃ ॥

এই কথা বলিয়া সেই নিরবয়ব আকাশরূপী মহান্ পরমেশ্বর অন্তর্হিত হইলেন আমিও নিতান্ত অনুগৃহীত হইয়া সেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রভুকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিলাম

পরে ভগবান্ বলিলেন, আসক্তি-বিহীন হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে আমার প্রতি চিত্ত স্থাপন করিয়া সেই শুভ সময়ের জন্য প্রতীক্ষা কর ভক্ত বৎসলের এই কথা শুনিয়া লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমৎসর ও অপ্রমত্ত হইয়া নিস্পৃহ ও সন্তুষ্ট মনে তাঁহার গূঢ় পবিত্র নাম পাঠ ও স্মরণ করিতে

করিতে দেশ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলাম। বহু দিন অন্তর সেই সময় উপস্থিত হইল। তখন—

প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীতনুম্
আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকম্

এই শারীরিক জীবন পরিত্যক্ত হইলে পাঞ্চভৌতিক দেহের পরিবর্ত্তে আমাতে শুদ্ধা ভাগবতী তনু অর্পিত হইল। অনন্তর আমি এইরূপে সেই ভক্তবৎসল দয়াময়ের কৃপায় নবজীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম এবং দেবদত্ত সুমধুর স্বরভূষিত বীণায় স্বরসংযোগপূর্ব্বক কলকণ্ঠে হরিগুণকথা গান করিতে করিতে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম এখন যখন আমি বীণা বাদন পূর্ব্বক তাঁহার গুণ গান করি, তখনই তিনি—

আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি।

যেন আহূত হইলেই শীঘ্রই আমার হৃদয়ে দর্শন দেন আমি এখন ভাবে বিগলিত হইয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করি

সম্পূর্ণ